BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (5th VOLUME)

NET RELEASE : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : INTRODUCTION

বুখারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

banglainternet.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)
আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৯৩/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১
ISBN : 984-06-0525-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১

পঞ্চম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
ফাল্গুন ১৪১৩
মহররম ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৫২.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (5TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone : 8128068
February 2007
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 152.00 ; US Dollar : 5.00

banglainternet.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ঃ সন্ধি	২৩
মানুষের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দেওয়া	২৫
সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়	২৭
'চলো আমরা মীমাংসা করে দেই' সঙ্গীদের প্রতি ইমামের এ উক্তি	২৮
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়	২৮
অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য	২৯
কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে?	৩০
মুশরিকদের সাথে সন্ধি	৩৩
ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি	৩৪
হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি ঃ আমার এ সন্তানটি নেতৃস্থানীয়	৩৪
আপস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?	৩৬
মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার ফযীলত	৩৭
ইমাম মীমাংসার নির্দেশ দেওয়ার পর তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ফয়সালা দিতে হবে	৩৭
পাওনাদারদের মধ্যে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দেওয়া	৩৮
ঋণ ও নগদ মালের বিনিময়ে আপস করা	৪০
অধ্যায় ঃ শর্তাবলী	৪৩
ইসলাম গ্রহণ, আহকাম ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জায়িয	৪৩
তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা	৪৫
বিক্রয়ে শর্তারোপ করা	৪৫
নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাওয়ার শর্তে পশু বিক্রি করা জায়িয	৪৬
বর্গাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী	৪৮
বিবাহ বন্ধনের সময় মাহরের ব্যাপারে শর্তাবলী	৪৯
চাষাবাদের শর্তাবলী	৪৯

banglainternet.com

বিয়েতে যে সব শর্ত বৈধ নয় ৫০
দণ্ডবিধানে যে সব শর্ত বৈধ নয় ৫০
মুক্তি দেওয়া হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রাযী হলে তার জন্য কি কি শর্ত জায়িয ৫১
তালাকের ব্যাপারে শর্তাবলী ৫২
লোকদের সাথে মৌখিক শর্ত আরোপ ৫৩
ওয়ালা'-এর অধিকার লাভের শর্তারোপ ৫৩
বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব ৫৪
যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে জিহাদ ও সন্ধির ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সাথে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা ৫৬
ঋণের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা ৬৮
মুকাতব প্রসঙ্গে এবং যে সব শর্ত কিতাবুল্লাহ পরিপন্থী তা বৈধ নয় ৬৮
শর্ত আরোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী ৭০
ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে শর্তাবলী ৭০

অধ্যায় ঃ অসীয়াত ৭৫

অসীয়াত প্রসঙ্গে এবং নবী (সা)-এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তার নিকট লিখিত আকারে থাকা উচিত ৭৫
ওয়ারিসদের অপরের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া শ্রেয় ৭৭
এক-তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা ৭৮
অসীর প্রতি অসীয়াতকারীর উক্তি ঃ তুমি আমার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে আর অসীর জন্য কিরূপ দাবী জায়িয ৭৯
কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা গ্রহণযোগ্য ৮০
ওয়ারিসের জন্য কোন অসীয়াত নেই ৮০
মৃত্যুর সময় দান খয়রাত করা ৮১
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে ৮২
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে) ৮৩
যখন আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্‌ফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আত্মীয় কারা? ৮৫
স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততি (অসীয়াতের ক্ষেত্রে) আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? ৮৬
ওয়াক্‌ফকারী তার কৃত ওয়াক্‌ফ দ্বারা উপকার হাসিল করতে পারে কি? ৮৭

banglainternet.com

যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্‌ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালা না করে, তবুও তা জায়িয ৮৮
যদি কেউ বলে যে, আমার ঘরটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সাদ্‌কা এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে, তবে তা জায়িয। সে তা আত্মীয়দের মধ্যে কিংবা যাদের মধ্যে ইচ্ছা দান করতে পারে ৮৯
যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ থেকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাদ্‌কা, তবে তা জায়িয, যদিও তা কার জন্য তা ব্যক্ত না করে ৮৯
কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জন্তু-জানোয়ার সাদ্‌কা বা ওয়াক্‌ফ করে তবে তা জায়িয ৮৯
যে ব্যক্তি তার উকিলকে সাদ্‌কা প্রদান করল, তারপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল ৯১
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মীরাসের মাল ভাগাভাগির সময় যদি কোন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত থাকে, তবে তা থেকে তাদেরও কিছু দান করবে ৯১
হঠাৎ মারা গেলে তার পক্ষ থেকে সাদ্‌কা করা মুস্তাহাব আর মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে তার মানত আদায় করা ৯২
ওয়াক্‌ফ, সাদকা ও অসীয়াতে সাক্ষ্য রাখা ৯২
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সংগে মন্দ বদল করবে না। .... যাকে তোমাদের ভাল লাগে ৯৩
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা ইয়াতীমদের যাচাই করবে.....এক নির্ধারিত অংশ পর্যন্ত ৯৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে ৯৬
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক..... তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন ৯৭
আবাসে কিংবা প্রবাসে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখা ৯৭
যখন কোন জমি ওয়াক্‌ফ করে এবং সীমা নির্ধারণ না করে তা বৈধ অনুরূপ সাদ্‌কাও ৯৮
একদল লোক যদি তাদের কোন শরীকী জমি ওয়াক্‌ফ করে তা হলে তা জায়িয ৯৯
ওয়াক্‌ফ কিভাবে লেখা হবে ১০০
অভাবগ্রস্ত, ধনী ও মেহমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা ১০০
মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা ১০১
ওয়াক্‌ফের তত্ত্বাবধায়কের খরচ ১০২

banglainternet.com

যখন কেউ জমি বা কূপ ওয়াক্‌ফ করে এবং অন্যান্য মুসলিমের মত সে নিজেও পানি নেওয়ার শর্ত আরোপ করে ১০৩
ওয়াক্‌ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে এর মূল্যের আশা করি, তবে তা জায়িয ১০৪
আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী নিযুক্ত করবে.....আল্লাহ্‌ তা'আলা ফাসিকদের হিদায়াত করেন না ১০৪
অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃতের ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা ১০৫

অধ্যায় ঃ জিহাদ ১০৯

জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত ১০৯
মানুষের মধ্যে সে মু'মিন মুজাহিদ, উত্তম, যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে ১১১
পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের দু'আ ১১২
আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা ১১৪
আল্লাহ্‌র রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ স্থান ১১৫
ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর ও তাদের গুণাবলী ১১৬
শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা ১১৭
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ১১৮
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্শা বিদ্ধ হল ১১৯
যে মহান আল্লাহ্‌র পথে আহত হয় ১২১
আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির অপেক্ষা করছ? যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পাত্রের ন্যায় ১২১
আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ঃ মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সংগে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি ১২২
যুদ্ধের আগে নেক আমল ১২৪
অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে ১২৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে ১২৫
যার দু'পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলি ধূসরিত হয় ১২৬
আল্লাহ্‌র পথে মাথায় লাগা ধূলি মুছে ফেলা ১২৬

banglainternet.com

যুদ্ধের পর ও ধূলিবালি লাগার পর গোসল করা ১২৭
আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মর্যাদা ঃ যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে..... আল্লাহ্ মু'মিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না ১২৭
শহীদের উপর ফিরিশতাদের ছায়াদান ১২৮
মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা ১২৯
তরবারীর ঝলকের নীচে জান্নাত ১৩০
যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান আকাঙ্ক্ষা করে ১৩০
যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা ১৩১
কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাওয়া ১৩২
যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে ১৩২
জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তাঁর নিয়্যাতের আবশ্যকতা ১৩৩
কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় ১৩৪
যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রাধিকার দেয় ১৩৫
নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে ১৩৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা ..... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ১৩৬
যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ ১৩৭
জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মু'মিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন ১৩৮
পরিখা খনন ১৩৮
ওযর যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয় ১৪০
আল্লাহ্র পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফযীলত ১৪০
আল্লাহ্র পথে খরচ করার ফযীলত ১৪১
যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে সাজ আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফযীলত ১৪২
যুদ্ধের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা ১৪৩
শত্রুদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফযীলত ১৪৩
একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি? ১৪৪
দু'জনের ভ্রমণ ১৪৪
ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত ১৪৫
জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বদানকারী সৎ হোক অথবা সীমালংঘনকারী ১৪৬
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে ১৪৬

banglainternet.com

ঘোড়া ও গাধার নামকরণ	১৪৬
ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়	১৪৮
ঘোড়া তিন প্রকার লোকের জন্য	১৪৯
জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে চাবুক মারে	১৫০
অবাধ্য পশু ও তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করা	১৫১
গনীমাতে ঘোড়ার অংশ	১৫১
জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে	১৫২
সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে	১৫২
গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ	১৫৩
ধীরগতিসম্পন্ন ঘোড়া	১৫৩
ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা	১৫৩
প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান	১৫৪
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা	১৫৪
নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রী প্রসঙ্গে	১৫৫
নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাদা খচ্চর	১৫৬
মহিলাদের জিহাদ	১৫৭
সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ	১৫৭
কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া	১৫৮
মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ	১৫৯
যুদ্ধে মহিলাদের মশক নিয়ে লোকদের কাছে যাওয়া	১৫৯
মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা	১৬০
মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান	১৬০
শরীর থেকে তীর বের করা	১৬১
মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে পাহারাদারী করা	১৬১
যুদ্ধে খেদমতের ফযীলত	১৬৩
সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ফযীলত	১৬৪
আল্লাহ্‌র পথে একদিন প্রহরারত থাকার ফযীলত	১৬৫
যুদ্ধে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়	১৬৫
সমুদ্র সফর	১৬৭
দুর্বল ও সৎ লোকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া	১৬৮
অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না	১৬৯
তীরন্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা	১৭০
বর্শা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা	১৭১
ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে	১৭১

banglainternet.com

পরিচ্ছেদ	১৭৩
চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে	১৭৩
খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলান	১৭৪
তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ	১৭৪
সফরে দুপুরের বিশ্রামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা	১৭৫
শিরস্ত্রাণ পরিধান করা	১৭৬
কারো মৃত্যুর সময় তার অস্ত্র ধ্বংস করা যারা পছন্দ করে না	১৭৬
দুপুরের বিশ্রামের সময় লোকজনের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা	১৭৭
তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে	১৭৮
নবী (সা)-এর বর্ম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত	১৭৯
সফর এবং যুদ্ধে জোব্বা পরিধান করা	১৮০
যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা	১৮১
ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা	১৮২
রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে	১৮২
ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৩
তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৪
পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৫
পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা	১৮৫
মুশরিকদের পরাজয় ও পর্যুদস্ত করার দু'আ	১৮৬
মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দিবে	১৮৮
মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়	১৮৯
ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহবান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়?	১৮৯
ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী (সা)-এর আহবান আর মানুষ যেন আল্লাহ্ ছাড়া তাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে	১৯০
যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে	১৯৮
যুহরের পর সফরে বের হওয়া	১৯৯
মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া	২০০
রমযান মাসে সফর করা	২০১
সফরকালে বিদায় দান করা	২০১

banglainternet.com

ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে গুনাহ্‌র কাজের নির্দেশ না দেয় ২০২
ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা ২০২
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়আত করা। আর কেউ বলেছেন মৃত্যুর উপর বায়আত করা ২০৩
জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন ২০৫
নবী (সা) যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন ২০৬
কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি গ্রহণ ২০৭
সদ্য বিবাহিত অবস্থায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ২০৮
নব বিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ২০৯
ভয়-ভীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্রসর হওয়া ২০৯
ভয়-ভীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা ২০৯
ভয়-ভীতির সময় একা বের হওয়া ২১০
কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহ্‌র রাহে সাওয়ারী দান করা ২১০
মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ২১২
নবী (সা)-এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে ২১২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি ঃ এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শত্রুর মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে ২১৪
যুদ্ধে পাথেয় বহন করা ২১৫
কাঁধে পাথেয় বহন করা ২১৭
আপন ভাইয়ের পেছনে একই উটের পিঠে মহিলাকে বসানো ২১৮
যুদ্ধ ও হজ্জে একই সাওয়ারীতে একে অপরের পেছনে বসা ২১৮
গাধার পিঠে একে অপরের পেছনে বসা ২১৯
রিকাব ধরে বা অন্য কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা ২২০
কুরআন শরীফ সহ শত্রু ভূখণ্ডে সফর করা অপছন্দনীয় ২২১
যুদ্ধের সময় তাকবীর বলা ২২১
তাকবীর জোরে জোরে বলা অপছন্দনীয় ২২২
কোন উপত্যকায় আক্রমণ করাকালে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পড়া ২২৩
উঁচু স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা ২২৩
মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে আমল করত ইকামত (আবাস) অবস্থায় ২২৪
একাকী ভ্রমণ করা ২২৫
ভ্রমণকালে তাড়াতাড়ি করা ২২৫
আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে ২২৭

banglainternet.com

পিতামাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া	২২৮
উটের গলায় ঘন্টা ইত্যাদি বাঁধা প্রসংগে	২২৮
যার নাম জিহাদে জাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হজ্জে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওযর দেখা দিলে, তবে তাকে (জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি?	২২৯
গোয়েন্দাগিরী করা	২২৯
বন্দীদের পোশাক প্রদান	২৩১
যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছ, তার ফযীলত	২৩২
শৃংখলে আবদ্ধ কয়েদী	২৩৩
ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে তার মর্যাদা	২৩৩
রাত্রীকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে	২৩৪
যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা	২৩৫
যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা করা	২৩৫
আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না	২৩৫
(বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন) এরপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে	২৩৬
কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলে সে বন্দীকারীকে হত্যা করবে কি? অথবা যারা বন্দী করেছে তাদের সাথে সুকৌশলে নিজেকে মুক্ত করবে কি?	২৩৭
মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় তবে তাকে কি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে	২৩৭
পরিচ্ছেদ	২৩৮
ঘরবাড়ী ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেওয়া	২৩৮
ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা	২৩৯
তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না	২৪১
যুদ্ধ হল কৌশল	২৪৩
যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা	২৪৩
হারবীকে গোপনে হত্যা করা	২৪৪
যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা বৈধ	২৪৫
যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরিখা খননকালে স্বর উঁচু করা	২৪৫
যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না	২৪৬
চাটাই পুড়ে যখমের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমণ্ডলের রক্ত ধৌত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা	২৪৭

banglainternet.com

যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি ২৪৭
রাতে যখন (শত্রুর) ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় ২৫০
যে ব্যক্তি শত্রু দেখে উচ্চস্বরে বলে, "বিপদ আসন্ন!" যাতে লোকদেরকে তা শুনাতে পারে ২৫০
তীর নিক্ষেপ কালে যে বলেছে, এটা লও (পালিও না) অমুকের পুত্র ২৫১
শত্রুপক্ষ কারো মীমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে ২৫২
বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা ২৫৩
স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় দু' রাকআত (সালাত) আদায় করল ২৫৩
বন্দীকে মুক্ত করা ২৫৭
মুশরিকদের মুক্তিপণ ২৫৭
হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিরাপত্তা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে ২৫৮
জিম্মীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না ২৫৯
জিম্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ ২৫৯
প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন প্রদান ২৫৯
প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া ২৬০
কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে? ২৬১
ইয়াহূদীদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ঃ ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে ২৬৩
যদি কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকলে তা তাদেরই থাকবে ২৬৩
ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা ২৬৫
আল্লাহ্ তা'আলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন ২৬৬
শত্রুর আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা ২৬৭
সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা ২৬৭
শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে তাদের বহিরাঙ্গনে তিন দিন অবস্থান করা ২৬৮
সফর ও যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল বন্টন করা ২৬৯
যদি মুশরিকরা মুসলমানের মাল লুট করে নেয় তারপর মুসলমানগণ (বিজয় লাভের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয় ২৬৯

banglainternet.com

যে ব্যক্তি ফার্সী অথবা অন্য কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে ২৭০
গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা ২৭২
গনীমতের সামান্য পরিমাণ মাল আত্মসাৎ করা ২৭৩
গনীমতের উট ও বকরী (বন্টনের পূর্বে) যবেহ করা মাকরূহ ২৭৩
বিজয়ের সুসংবাদ দান করা ২৭৪
সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা ২৭৫
(মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই ২৭৫
প্রয়োজনবোধে জিম্মী অথবা মুসলিম মহিলার চুল দেখা এবং তাদের বিবস্ত্র করা, যখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে ২৭৬
বিজয়ী যোদ্ধাগণকে অভ্যর্থনা জানানো ২৭৭
জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যা বলবে ২৭৮
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা ২৮০
সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আহার করা আর (আবদুল্লাহ্) ইব্নে উমর (রা) আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পালন করতেন না ২৮১
খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া ২৮২
খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ ২৮৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণ ২৯০
নবী (সা)-এর সহধর্মিণীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সাথে সম্পর্কিত সে সবের বর্ণনা ২৯১
নবী (সা)-এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ সেসব থেকে যা ব্যবহার করেছেন আর তা যা বন্টনের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নবী (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক ছিলেন ২৯৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাদি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ ২৯৭
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ নিশ্চয় এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র ও রাসূলের। তা বন্টনের ইখ্তিয়ার রাসূলেরই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়ে থাকেন ২৯৮
নবী (সা)-এর বাণী ঃ তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে ৩০০
গনীমত তাদের জন্য, যারা অভিযানে হাযির হয়েছে ৩০৩
যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে? ৩০৩
ইমামের নিকট যা আসে, তা বন্টন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া ৩০৪

banglainternet.com

নবী (সা) কিরূপে কুরায়যা ও নাযীরের ধন-সম্পদ বন্টন করেছেন এবং প্রয়োজনে কিভাবে ব্যয় করেছেন ৩০৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে ৩০৫
ইমাম যদি কোন দূতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা ৩০৯
যিনি বলেন, এক-পঞ্চমাংশ মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য, এর প্রমাণ ৩০৯
খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী (সা)-এর অনুগ্রহ ৩১৫
খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখ্তিয়ার রয়েছে আত্মীয়গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না ৩১৬
নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করা, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, ... ইমাম কর্তৃক এরূপ আদেশ দান করা ৩১৬
নবী (সা) ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন ৩১৯
দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায় ৩২৬
যিম্মীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি ৩২৮
ইমাম (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোন জনপদের প্রশাসকের সাথে সন্ধি করে তবে কি তা অবশিষ্ট লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে? ৩৩১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সম্পর্কে অসীয়াত ৩৩২
নবী (সা) বাহরাইনের ভূমি থেকে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিযিয়া থেকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেন, আর ফায় ও জিযিয়া কাদের মধ্যে বন্টিত হবে? ৩৩২
বিনা অপরাধে জিম্মীকে যে হত্যা করে, তার পাপ ৩৩৪
ইয়াহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা ৩৩৫
মুসলিমদের সঙ্গে যদি মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদের কি তা ক্ষমা করা যায় ৩৩৬
চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ ৩৩৭
মহিলাদের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান ৩৩৮
মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই পর্যায়ের। কোন সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে ৩৩৯
যদি কাফিররা যুদ্ধকালে ভালরূপে "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" বলতে না পারে এবং "আমরা দীন পরিবর্তন করেছি" বলে ৩৪০
মুশরিকদের সাথে পণ্য-সামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি এবং যে অঙ্গীকার পূরণ করে না তার গুনাহ ৩৪০

banglainternet.com

অঙ্গীকার পূর্ণ করার ফযীলত ৩৪১
যদি কোন যিম্মী যাদু করে, তবে কি তাকে ক্ষমা করা হবে? ৩৪২
বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কবাণী ৩৪২
চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা হবে? ৩৪৩
যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ্ ৩৪৪
পরিচ্ছেদ ৩৪৫
তিন দিন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা ৩৪৭
সময় নির্ধারণ না করে সন্ধি করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ঃ আমি তোমাদের ততদিন সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রাখেন ৩৪৯
মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করা ৩৪৯
নেক বা বদ যে কোন লোকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাপ ৩৫০
অধ্যায় ঃ সৃষ্টির সূচনা ৩৫৩
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ ৩৫৫
সাত যমীন ৩৫৮
নক্ষত্ররাজি প্রসঙ্গে ৩৬০
চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে ৩৬১
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তিনিই আপন অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন ৩৬৪
ফিরিশ্তার বিবরণ ৩৬৫
যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে আর আসমানের ফিরিশ্তাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন তার সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় ৩৭৬
জান্নাতে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আর তা সৃষ্ট বস্তু ৩৮৪
জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ ৩৯০
জাহান্নামের বিবরণ আর তা সৃষ্ট বস্তু ৩৯১
ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা ৩৯৬
জিন্ন জাতি এবং তাদের সাওয়াব ও আযাবের বর্ণনা ৪০৮
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন ঐ সময়কে যখন আমি জিন্নদের একদলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম ৪০৯
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর আল্লাহ্ তথায় (যমীনে) প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন ৪০৯
মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগ-পাল, যা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায় ৪১০
পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকারী প্রাণীকে হরম শরীফেও হত্যা করা যাবে ৪১৫
তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ জীবাণু থাকে আর অপরটিতে থাকে প্রতিষেধক ৪১৮

banglainternet.com